কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমে আমি আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক প্রফেসর ইমেরিটাস ড. এ. বি. এম. হোসেনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর বিশাল পান্ডিত্য আমাকে সর্বদা বিমোহিত করত। শিক্ষকতা জীবনে সহকর্মী হওয়ার সুযোগে তাঁর কাছ থেকে সর্বদা লাভ করে আসছি সর্বপ্রকার একাডেমীক সহযোগিতা, পরামর্শ এবং মানবিক জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু সৎসাহস। তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এবং পরামর্শ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতায় বর্তমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি পাণ্ডুলিপি তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও যত্নসহকারে দেখেছেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। অভিসন্দর্ভটি রচনাকালে বিভিন্ন প্রয়োজনে বহুবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়েছে। কিন্তু কখনো তিনি এতটুকু বিরক্ত বোধ করেননি, বরং সর্বদা হাসিমুখে আমার আগমনকে স্বাগত জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমাকে তিনবার ভারত যেতে হয়েছে। প্রতিবার তিনি কষ্ট স্বীকার করে আমাকে অভিসন্দর্ভটির জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের ব্যাপারে উদারভাবে পরামর্শ প্রদান করেছেন। সত্য বলতে কি, লেখার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতাবোধ জানিয়ে আমার প্রতি তাঁর অপরিসীম ঋণের বিন্দুমাত্র শোধ করা সম্ভব নয়।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ বিভাগীয় প্রফেসর, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আমার অভিসন্দর্ভের সহ. তত্ত্বাবধায়ক ড. এম. এ. বারীর প্রতি। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা জীবনের শুরু থেকেই আমি তাঁর কাছ থেকে বিভাগীয় একাডেমীক কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে উদার সহযোগিতা লাভ করে আসছি। আমার অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সহ. তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে তাঁর কাছ থেকে প্রতিটি বিষয়ে পেয়েছি বন্ধুসুলভ আচরণ, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং সেসঙ্গে অভিসন্দর্ভটি যথাযথ সময়ে রচনার জন্য বারবার তাগিদ। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি উদার চিত্তে আমাকে অভিসন্দর্ভ রচনাকালীন সময়ে তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে বিভিন্নভাবে যে সহযোগিতা দান করেছেন তার জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক পুনকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বিভাগীয় শ্রদ্ধাভাজন সকল সহকর্মীর প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা প্রত্যেকে সুচিন্তিত পরামর্শ, মতামত প্রদান করে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে উৎসাহ ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আমি বিভাগীয় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব মোখলেছুর রহমান, বর্তমানে কর্মরত প্রফেসর ড. সুলতান আহমদ, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. আবুল কাশেম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

তাঁদের কাছ থেকে বর্তমান অভিসন্দর্ভের তথ্য সংগ্রহ, তথ্য পর্যালোচনা প্রভৃতি বিষয়ে অকৃত্রিম সহযোগিতা পেয়েছি।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সহকর্মী জনাব এম ফায়েকউজ্জামান এর প্রতি। তিনি আমাকে গবেষণাকর্মটি রচনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন এবং অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছেন। প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য আমাকে একাধিকবার ভারত যেতে হয়েছে। প্রথমবার ভারত গমনকালে তিনি আমার সহযোগী হন। ঐ সময়ে কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী ও অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত, উপাত্ত সংগ্রহ ও অন্যান্য বিষয়ে উদারভাবে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আই. বি. এস.) এর সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য এখানকার কর্তৃপক্ষের কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আই. বি. এস. এর নিয়মিত ও অনিয়মিত সকল শিক্ষকের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। কেবল আই. বি. এস. এর রিসার্চ ফেলো হিসেবে নয়, বরং তাঁদের সাহচর্যে থেকে গবেষণা সংক্রান্ত যে শিক্ষা আমি লাভ করেছি তা আমার গবেষণাকর্মকে সুসজ্জিত, সহজবোধ্য ও গঠনমূলক করতে যে যথেষ্ট পরিমাণে অবদান রেখেছে তা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ এবং ভারতের যেসব লাইব্রেরী, পাঠাগার, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি তাদের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। এ প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আই. বি. এস. পাঠাগার, বরেন্দ্র মিউজিয়াম লাইব্রেরী, রাজশাহী বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ঢাকা ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর নাম বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। আমার অভিসন্দর্ভ সম্পর্কিত অধিকাংশ উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ করেছি কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে। এখানকার প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর কাছ থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছি সত্যই তা প্রশংসনীয়। বিশেষ করে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ কলকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান জনাব শেখ মজহারুল ইসলাম এবং এল.আই.এ. মি.অসীম মুখার্জীর কাছে। সাধারণ সদস্য কার্ড, লিয়েন কার্ড প্রদান এবং দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ প্রদানের ব্যাপারে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আমার প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় আমার নিজ জেলা চাঁপাই নবাবগঞ্জ-এর অন্তর্গত এবং নবাবগঞ্জ পৌরসভাধীন চাঁদলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আমার আজ মনে পড়ছে ঐ স্কুলের অবকাঠামো, স্কুল প্রাঙ্গনে সংঘটিত জীবনের নানান স্মৃতি। এ স্কুলে আমার শিক্ষা জীবনের হাতে খড়ি পড়েছে যেসব শিক্ষকের কাছে আমি তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই অপরিসীম কৃতজ্ঞতা । তাঁদের অনেকে আজ বেঁচে নেই, আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। যারা বেঁচে আছেন তাদের প্রত্যেকের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি। এসঙ্গে আমার শিক্ষা জীবনের সকল শিক্ষকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মাতা-পিতার পরে তাঁরাই আমাকে শিক্ষা দিয়ে, আদর্শ দিয়ে, সৎসাহস দিয়ে মানুষের মর্যাদায় উপনীত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের কারোর ঋণ আমার পক্ষে কোনোভাবে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ আমার জন্মদাতা পিতামাতার প্রতি । ছোট বেলায় পিতাকে হারানোর পর আমার মা'র গভীর স্নেহ, ভালবাসা এবং তাঁর অপরিসীম আত্মত্যাগ, প্রেরণা, সৎসাহস ও উপদেশ আমাকে আজকের অবস্থানে উন্নীত করেছে। একই সঙ্গে আমি আমার স্বর্গীয় পিতাকেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন আমাকে তাঁর গভীর স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা দিয়ে লালন করেছেন। আমি আমার ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, জীবনের প্রতিটি ধাপে তাঁদের কাছ থেকে লাভ করেছি প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা।

আনুষ্ঠানিকতা করে আমার স্ত্রী মাসতুরা বেগমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ছোট করতে চাই না। সর্ব অবস্থায় আমার পাশে থেকে সে আমার গবেষণাকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সদা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এতৎসঙ্গে আমার দুই পুত্র নাবিল আহমেদ এবং নাসিফ আহমেদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। তাদের হাসিমুখ ও উৎসাহ প্রদান আমাকে যে কি পরিমাণ সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সর্বশেষে আমার বড় ভাই জনাব মো. নূরতাজ আলী, এডিশনাল ডাইরেক্টর, সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং পিতৃতুল্য আমার শ্বশুর জনাব মু. ইজাবুল হক, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, রাজশাহী গভ. ল্যাব. হাই স্কুল- এর প্রতি আমি বিশেষভাবে ঋণী। আমার গবেষণাকর্মটি যথাসময়ে এবং যথোপযুক্তভাবে সম্পাদনে উৎসাহ প্রদানের সাথে সাথে তাঁরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন।